দৈনিক ইত্তেফাক

৫।

তারিখ 03 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

আবারও দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে। জরাজীর্ণ ভবন, আসবাব সংকট, শিক্ষক স্বল্পতা, পিতা-মাতার দারিদ্র্য প্রভৃতি কারণে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও শরীয়তপুর জেলার লক্ষাধিক শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুবিধা হইতে বঞ্চিত। ইতিপূর্বে উত্তরাঞ্চলের সোয়া নয় লাখ শিশুরও অনুরূপ অবস্থার কথা জানা গিয়াছে। দারিদ্র্য, দুরবস্থা, অর্থনৈতিক সংকট ও সেইসঙ্গে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক স্কুলগুলির শোচনীয় পরিস্থিতির দরুন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে। এখন পর্যন্ত দেশে শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বের কথা কাহাকেও বুঝাইয়া বলার প্রয়োজন নাই। শিক্ষাবঞ্চিত একটি দেশে শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যেই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে। সকলের জন্য স্বাস্থ্যের মতই সকলের জন্য শিক্ষার কথাও বেশ জোরে শোরেই শোনা যায়। কিন্তু দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতির নমুনা দেখিলে এইসব লক্ষ্য ও ঘোষণার সহিত তাহার খুব বেশি সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বরং অনেক ক্ষেত্রে আশাহতই হইতে হয়।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা লইয়াও বাগাড়ম্বর কিছু কম শোনা যায় নাই। বিনামূল্যে বইখাতা প্রদানের কর্মসূচীসহ অনেক উচ্ছ্বাসময় উদ্যোগের কথাই শোনা গিয়াছে। অনেকেই মনে করেন, সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাফল্যের যেসব তথ্য ও পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তাহার একটি বড় অংশই হইল খাতা-কলমের হিসাব। বাস্তবে অগ্রগতি ও সাফল্য কতটা কী হইতেছে অর্থাৎ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের সুফল কতোটা কি পাওয়া গিয়াছে কিংবা আরো নির্দিষ্টভাবে বলিতে গেলে দেশে সামগ্রিকভাবে শিক্ষা বিস্তারের পথ কতোটা সুগম হইয়াছে এবং শিক্ষার প্রতি সার্বিকভাবে আগ্রহ ও মনোযোগ কতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা সঠিকভাবে বলা কঠিন। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা পরিস্থিতির যেসব খবর পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায়, এখনও প্রাথমিক স্কুলে না যাওয়া শিশুদের পাশাপাশি ড্রপ-আউট বা স্কুলত্যাগী ছেলেমেয়ের সংখ্যা বিপুল। ইহাই যদি গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র হয়, তাহা হইলে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য কতখানি পূরণ হইবে তাহাও বোধকরি বিশেষ না বলিলেই চলে। এক্ষেত্রে একটি বিষয় হইল শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা অর্থাৎ উদ্বুদ্ধকরণ। সে কাজটাও খুব বেশি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

এদিকে গ্রামাঞ্চলে বিরাজমান ব্যাপক দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক সমস্যা সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করিতেছে। সেখানে সমস্যা ও সংকট এমনি ভয়াবহ যে, মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নটাই সবচেয়ে বড়। এই কঠিন বাস্তবতা মানুষকে উন্নত জীবনের স্বপ্ন হইতে নিরন্তর বিচ্যুত করিতেছে। এজন্য শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্য ও কর্মসূচী সফল করিতে হইলে গ্রামাঞ্চলের অভাবক্লিষ্ট কর্মহীন মানুষের জীবিকার সংস্থানসহ আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপরও যে সমান গুরুত্ব দিতে হইবে তাহাও উপলব্ধি করা প্রয়োজন।